Islami Ain O Bichar
Vol. 13, Issue 51& 52
July-Sept. & Oct.-Dec. 2017

ইসলামী ব্যাংকিং-এ মুশারাকা বিনিয়োগঃ একটি প্রায়োগিক বিশ্লেষণ

Mushāraka Investment in Islamic Banking An Empirical Study

Md. Mesbah Uddin*

ABSTRACT

Joint investment and trading system had been an approved way of earning even before the advent of Islam. Islam has allowed this primitive system of trade to continue with some modifications. The authenticity of mushāraka is well established by Qurān-Sunnah and the consensus of Islamic jurists. With the passage of time, by maintaining the core principles of mushāraka business, various modes of business have developed. A new dimension has been added to mushāraka business after Islamic banking system had been introduced. This paper discusses introduction, authenticity, classifications and the modern application of mushāraka. A case study has been conducted on Islami Bank Bangladesh Ltd. with a view to examining the application of mushāraka business in Islamic banking system in Bangladesh.This study in following descriptive method offers an entrenched understanding about different modes of mushāraka investment and aims to recommend some policies for its growth.

Keywords: mushāraka, Islamic banking, MDB, investment.

সারসংক্ষেপ

ইসলাম আগমনের পূর্ব থেকেই মুশারাকা তথা যৌথ কারবার একটি স্বীকৃত ব্যবসায়িক পদ্ধতি। ইসলাম এ পদ্ধতিকে অনুমোদন দিয়ে সংশ্লিষ্ট কিছু ন্যায়সঙ্গত বিধিবিধান নির্ধারণ করে দিয়েছে। কুরআন, সুন্নাহ, মুসলিম আলিমগণের ঐকমত্য ও যুক্তির নিরিখে মুশারাকার বৈধতা প্রমাণিত। যুগপরিক্রমায় মুশারাকার মৌল নীতি ঠিক রেখে একে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ব্যবসায়িক পদ্ধতি গড়ে ওঠেছে। সাম্প্রতিক কালে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা চালু হওয়ার পর মুশারকার প্রয়োগে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে মুশারাকার পরিচিতি, প্রামাণিকতা, এর প্রকারভেদ, ইসলামী ব্যাংকিংয়ে-এর প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয় আলোচনার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং-এ এর প্রয়োগ উপস্থাপনের জন্য ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের ওপর কেস স্টাডি করা হয়েছে। বর্ণনা ও বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতিতে রচিত এ প্রবন্ধ থেকে মুশারাকা বিনিয়োগ-এর বিভিন্ন অনুষঙ্গ অবগত হওয়ার পাশাপাশি বর্তমান পেক্ষাপটে ইসলামী ব্যাংকিং এ মুশারাকা বিনিয়োগ বৃদ্ধির সুপারিশ পেশ করা হয়েছে।

মূলশব্দঃ মুশারাকা, ইসলামী ব্যাংকিং, মুশারাকা ডকুমেন্ট বিল, বিনিয়োগ।

* Md. Mesbah Uddin, Master of Political Science, University of Dhaka, Bangladesh, email: mesbah1980du@gmail.com

ভূমিকা

ইসলাম সামগ্রিক কল্যাণ বিবেচনায় মানুষের সামাজিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সকল অঙ্গনে প্রয়োজনীয় কর্ম পরিকল্পনা, পদ্ধতি ও ভারসাম্যপূর্ণ দিক নির্দেশনা প্রণয়ন করেছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনের জন্য ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করেছে। ইসলামী জীবনব্যবস্থায় ব্যবসাকে হালাল উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

আল্লাহ ব্যবসাকে করেছেন হালাল এবং সুদকে করেছেন হারাম (Al-Qurān 2:275)।

উপরন্তু, ইসলাম ব্যবসা-বাণিজ্যের ওহীভিত্তিক এক স্বতন্ত্র ব্যবস্থা উপহার দিয়েছে, যা অন্যসব মানবব্যবস্থা থেকে উৎকৃষ্টও উন্নত। ইসলামের এ ব্যবস্থা সহজাত, শাশ্বত ও সর্বকালের সব সমাজে প্রযোজ্য। যুগের পরিবর্তন, মানুষের জীবনযাত্রায় উৎকর্ষের ছোঁয়া তথা সর্বাবস্থায় এ ব্যবস্থা প্রয়োগ করা যায়। অধুনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে ব্যবসা-বাণিজ্যের নানামুখী উপায়-উপকরণ আবিষ্কারের প্রেক্ষাপটেও এ ব্যবস্থা কার্যকর টেকসই ও গতিশীল প্রমাণিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ব্যাংকিং কার্যক্রমেরও ইসলামীকরণ সম্ভব হয়েছে। বরং বিশ্ব জুড়ে 'ইসলামী ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্স' এক্ষেত্রে এক ভিন্নমাত্রা যুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। ইসলামিক ব্যাকিং মূলত তিনটি বিনিয়োগ নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হয়- (১) ক্রয়-বিক্রয় নীতি, (২) অংশীদারিত্ব নীতি ও (৩) ভাড়াদান নীতি। বিনিয়োগে অংশীদারিত্ব নীতির অন্যতম বিশেষ পদ্ধতি হলো মুশারাকা। এ পদ্ধতিতে ব্যাংক ও বিনিয়োগগ্রাহক পারস্পরিক অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কারবার পরিচালনা করে থাকে। আবার কোন কোন সময় ব্যাংক, ব্যবসায়িক কোম্পানি ও গ্রাহকের সমন্বিত অংশগ্রহণের ভিত্তিতে এ পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়। বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী ইসলামী ব্যাংকিং জগতে বিভিন্ন নামে মুশারাকা ভিত্তিক বিভিন্ন বিনিয়োগ

প্রডাক্ট আবিষ্কৃত হয়েছে। তবে প্রায়োগিক দিক থেকে ঝুঁকির পরিমাণ বেশি হওয়ায় এ পদ্ধতি নিয়ে বিশেষজ্ঞগণ গবেষণা অব্যাহত রেখেছেন, কীভাবে একে আরো গতিশীল, জনপ্রিয় ও জনসম্পৃক্ত করা যায়। এরই অংশ হিসেবে অত্র প্রবন্ধে ইসলামী ব্যাংকিং-এর গুরুত্বপূর্ণ এ বিনিয়োগ পদ্ধতির পরিচয়, ধরন, প্রয়োগপদ্ধতি ও নীতিমালা ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

মুশারাকা

আধুনিক ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় অনুসৃত বিনিয়োগ নীতিমালার পদ্ধতিগুলোর মধ্যে মুশারাকা একটি বিশেষ পদ্ধতি। এর ভিত্তিতে ইসলামী ব্যাংক বিনিয়োগ গ্রাহকের কাছে মালামাল বিক্রির পরিবর্তে তাকে ব্যবসা পরিচালনার জন্য সরাসরি নগদ অর্থ সরবরাহ করে। নিম্নে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মুশারাকার পরিচয় পেশ করা হলো:

আভিধানিক অর্থ

আরবী মুশারাকাহ (مشاركة) শব্দটি ش . ر . ك ধাতু থেকে উদগত (Ibn Manzūr 1996, 7/99)। মুশারাকা শব্দের আভিধানিক অর্থ মূলত শারিকাহ বা শিরকাহ শব্দের সাথে সংশ্লিষ্ট। আরবী অভিধানবেত্তাগণের মতে, الشركة শব্দের অর্থ, একাধিক বস্তুর মিশ্রণ, অর্থাৎ দুই বা ততোধিক অংশ এমনভাবে মিশ্রিত হয়ে যাওয়া যে, এগুলোর একটিকে অপরটি থেকে পৃথক করা যায় না (Al-Fayyūmī ND, 311; Al-Qūnūwī 1401H, 193)। অতএব, শাব্দিক দিক থেকে মুশারাকা অর্থ অংশগ্রহণ, অংশীদারিত্ব (Fazlur Rahman 2015, 946)। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো, Partnership.

ফকীহগণের দৃষ্টিতে মুশারাকা

পরিভাষায় ফকীহগণ মুশারাকার বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। এক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ চার মাযহাবের সংজ্ঞা নিম্নে আলোচনা করা হলো:

হানাফীগণ বলেন:

عبارة عن عقد بين المتشاركين في رأس المال والربح.

মুশারাকা বলতে মূলধন ও লভ্যাংশের ব্যাপারে অংশীদারদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিকে বোঝানো হয় (Ibn ‘Ābidīn 2000, 3/364)।

মালিকীগণ বলেন:

ما يحدث بالاختيار بين اثنين فصاعدا من الاختلاط لتحصيل الربح، وقد يحصل بغير قصد كالإرث

দুই বা ততোধিক ব্যক্তির পরস্পরের ইচ্ছার ভিত্তিতে মুনাফা অর্জনের জন্য মিলিত হওয়া; অবশ্য এ সম্পৃক্ততা কখনো বিনা ইচ্ছায়ও হতে পারে, যেমন উত্তরাধিকারে অংশদারিত্ব (Al-Hattāb 1995, 5/117)।

শাফিয়ীগণ বলেন:

ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع

ইজমালিভাবে কোন বস্তুতে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির অধিকার সাব্যস্ত হওয়া (Al-Ramlī 1993, 5/2)।

হাম্বলীগণ বলেন:

هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف

কোন অধিকার দাবি ও লেনদেন তথা কার্যপরিচালনায় সম্মিলিত অংশগ্রহণ (Ibn Qudāmah 1401H, 5/1)।

উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলো থেকে প্রমাণিত হয়, হানাফীগণ মুশারাকাকে একটি ব্যবসায়িক চুক্তি হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন এবং অন্যরা এর উদ্দেশ্য বিবেচনাপ্রসূত সংজ্ঞা দিয়েছেন। অতএব, ফকীহগণের দৃষ্টিতে মুশারাকা হলো, দুই বা তার অধিক সংখ্যক ব্যক্তির মধ্যকার পারস্পরিক ব্যবসা ও মুনাফা সংক্রান্ত চুক্তি।

মুশারাকা পরিভাষার আধুনিক ব্যবহার

মুশারাকা মূলত একটি অংশীদারী ব্যবসা। বর্তমান সময়ে মুশারাকাকে সরাসরি অর্থায়ন (Financing) পদ্ধতিও বলা হয়। আধুনিক কালে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগ পদ্ধতি হিসেবে মুশারাকার ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো:

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Instituitons (AAOIFI) মুশারাকা বিনিয়োগের যে সংজ্ঞা দিয়েছে তা হলো:

> A form of partnership between the Islamic Bank and its clients whereby each party contributes to the capital of partnership in equal or verifying degrees ot establish a new project or share in an existing one, and whereby each of the parties becomes an owner of the capital on a permanent or declning basis and shall have his due share of profits.
>
> মুশারাকা হলো ইসলামী ব্যাংক এবং গ্রাহকের মধ্য এমন এক ধরনের অংশীদারী কারবার, যেখানে প্রত্যেক অংশীদার সমান বা ভিন্ন মাত্রায় কোনো নতুন কিংবা প্রতিষ্ঠিত প্রকল্পে মূলধন গঠনে অংশ নেয় এবং যেখানে প্রত্যেক অংশীদার স্থায়ী কিংবা ক্রমহ্রাসমান ভিত্তিতে মূলধনে মালিকানা লাভ করে এবং মুনাফায় প্রাপ্য অংশ পায় (AAOIFI 2008, 1/30)।

হাবীবুর রহমান বলেন, মুশারাকা বলতে এমন একটি অংশীদারী কারবারকে বুঝায়, যেখানে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান একত্রিত হয়ে কারবার পরিচালনা করে

এবং কারবারের লাভ-ক্ষতিতে অংশগ্রহণ করে। কারবারে লাভ হলে অংশীদারগণ পূর্ব নির্ধারিত হারে ভাগ করে নেয় এবং ক্ষতি হলে নিজ নিজ পুঁজির আনুপাতিক হারে তা গ্রহণ করে (Habibur Rahman, 2010, 179)।

Islami Bank Bangladesh Limited এর দেয়া সংজ্ঞা মতে মুশারাকা বলতে বুঝায়- Musharaka may be defined as a contract of partnership between two ore more individuals or bodies in which all the partners contribute capital, participate in the management, share the profit in proportion to their to their capital or as per pre agreed ratio and bear the loss,if any,in proportion to their capital/equity ratio (IBBL 2016, 45)

সুতরাং ব্যক্তি/প্রাতিষ্ঠানিক অংশীদারদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে শরীয়াহ মোতাবেক ব্যবসায় পরিচালনা, কারখানা প্রতিষ্ঠা, বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ অনুসারে লাভ ক্ষতির নিয়ম পদ্ধতি চুক্তিপত্রে সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ থাকবে। প্রত্যেক অংশীদার চুক্তির শর্ত মোতাবেক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে শরীয়াভিত্তিক পরিচালিত বিভিন্ন বাণিজ্যিক সংস্থার শেয়ার খরিদ ও বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করতে পারবে। ইসলামের এ বাণিজ্যিক পদ্ধতিকে মুশারাকা বলা হয়।

মুশারাকার শর'ঈ ভিত্তি

ইসলামে মুশারাকা পদ্ধতিতে অর্থ বিনিয়োগ করে ব্যবসায়-বাণিজ্য করা বৈধ। এ বৈধতা কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার ভিত্তিতে প্রমাণিত। নিম্নে এ সম্পর্কিত আলোচনা তুলে ধরা হলো:

ক. কুরআন থেকে প্রমাণ

* মহান আল্লাহ বলেন:

﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا﴾

তোমরা তোমাদের কাউকে তোমাদের এই রৌপ্যমুদ্রাগুলো দিয়ে শহরে পাঠাও। অতঃপর সে যেন দেখে, শহরের কোন খাবার উৎকৃষ্টতর, তখন সে যেন তোমাদের জন্য তা থেকে কিছু খাবার নিয়ে আসে। সে অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন করবে এবং কাউকে যেন তোমাদের ব্যাপারে না জানায় (Al-Qurān 18:19)।

আসহাবে কাহফের ঘটনা সম্বলিত এ আয়াতটি মূলত অংশীদারী কারবারের বিশুদ্ধতার প্রমাণ। কেননা, মুদ্রাগুলো ছিল তাদের যৌথ মালিকানাধীন, আবার তাদের

খাবারও একত্রে আনতে বলা হয়েছে, যদিও তাদের একজন অন্যজনের তুলনায় কম-বেশি আহার করে থাকে (Al-Qurtubī 1372H, 10/377)।

* মহান আল্লাহর বাণী:

﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ﴾

অধিকাংশ অংশীদার একে অন্যের ওপর নিশ্চিত জুলুম করে থাকে। একমাত্র ঈমানদার ও সৎকর্মশীলরা এমন নয় এবং এদের সংখ্যা কম (Al-Qurān 38:24)।

আয়াতটি এ প্রমাণ পেশ করছে যে, দাউদ আ. যৌথ কারবারের স্বীকৃতি দিয়ে, কারবারের অংশীদারদের পরস্পরের মধ্যকার জুলুম ও ঠকানোর প্রবণতার সমালোচনা করেছেন। এ থেকে প্রমাণিত হয়, মানুষ একে অন্যের সাথে মিলিত হয়ে যৌথ কারবারের মুখাপেক্ষী (Al-Qurtubī 1372H, 10/179)।

* আল্লাহ আরও বলেন:

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾

জেনে রাখ, তোমরা যে গনিমাত প্রাপ্ত হও তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ, রাসূল, নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন, মুসাফিরের (Al-Qurān 8:41)।

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, মহান আল্লাহ গনিমাতের এক পঞ্চমাংশকে পাঁচ শ্রেণির যৌথ সম্পদ ঘোষণা করেছেন। বাকি চার পঞ্চমাংশেও গনিমাতের হকদার যোদ্ধাদের অংশীদারিত্ব নির্ধারণ করেছেন। এ থেকেও যৌথ কারবারের বৈধতার প্রমাণ পাওয়া যায় (Al-Māwardī 1994, 6/469)।

রাসূল স. এর হাদীস

মুশারাকা ব্যবসা সম্পর্কে হাদীসে কুদসীতে মহান আল্লাহ বলেন:

" أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

দুইজন অংশীদারের (অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কোন ব্যবসা করলে তাঁদের) মধ্যে আমি (আল্লাহ) তৃতীয়জন হিসেবে ততক্ষণ অবস্থান করি, যতক্ষণ তাঁরা একে অন্যের প্রতি কোনরূপ খিয়ানত না করে। তাঁদের মধ্যে কেউ তাঁর সঙ্গীর সাথে খিয়ানত করলে আমি তাঁদের মধ্যে থেকে বের হয়ে যাই (Abu Daud 2010, 686, 3383)।

অন্য এক হাদীসে এসেছে,

عَنِ السَّائِبِ بْنِ أَبِي السَّائِبِ، أَنَّهُ كَانَ يُشَارِكُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ فِي التِّجَارَةِ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ جَاءَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَرْحَبًا بِأَخِي، وَشَرِيكِي كَانَ لَا يُدَارِي، وَلَا يُمَارِي

সায়িব ইবনে আবি সায়িব আল্ মাখযুমী রা. নবী স.-এর নুবুওয়াত লাভের পূর্বে তাঁর ব্যবসায়িক অংশীদার ছিলেন। মক্কা বিজয়ের দিন সায়িব রাসূল স.-এর কাছে উপস্থিত হলে রাসুল স. তাঁকে বলেছিলেন, 'আমার ভাই ও আমার অংশীদারকে স্বাগত, যে তার অংশীদারের সঙ্গে মতবিরোধ ও বিবাদে লিপ্ত হয় না (Ahmad1420H, 12/209,15444)।

অন্য হাদীসে বলা হয়েছে :

أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ وَالْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، كَانَا شَرِيكَيْنِ فَاشْتَرَيَا فِضَّةً بِنَقْدٍ وَنَسِيئَةً، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «فَأَمَرَهُمَا أَنَّ مَا كَانَ بِنَقْدٍ فَأَجِيزُوهُ، وَمَا كَانَ بِنَسِيئَةٍ فَرُدُّوهُ»

বারা ইবনে আযিব ও যায়েদ ইবনে আরকাম রা. ব্যবসায়িক অংশীদার (Partner) ছিলেন। তাঁরা নগদ ও বাকিতে কিছু রৌপ্য ক্রয় করেন। তাঁদের এ কারবাবের খবর রাসূল স.-এর কাছে পৌছলে তিনি যেটা তাঁরা নগদে ক্রয় করেছিলেন সেটা কার্যকর করতে এবং যা বাকিতে ক্রয় করেছিলেন তা ফেরত দিতে বললেন (Ahmad 1420H, 32/60, 19307)।

উপরোক্ত হাদীসসমূহ থেকে প্রমাণিত হয়, মুশারাকা কারবার সম্পূর্ণভাবে সুন্নাহভিত্তিক। মহানবী স. নিজেও সায়িব আল-মাখযুমীর সাথে অংশীদারী কারবার করেছেন।

ইজমার প্রমাণ

ইজমার মাধ্যমেও মুশারাকার প্রামাণিকতা পাওয়া যায়। কেননা, মুসলিম উম্মাহ মহানবী স. এর সময়কাল থেকে অদ্যাবধি এ পদ্ধতিতে লেনদেন করে আসছে; বরং তারা এর শরীআহসম্মত হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য পেশ করেছেন। অসংখ্য আলিম এ ইজমা বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, হানাফী মাযহাবের আস-সারাখসী (Al-Sarakhsī 2013, 11/155), মালিকী মাযহাবের আল-হাত্তাব (Al-Hattāb 1995, 5/118), শাফিয়ী মাযহাবের আর-রামলী (Al-Ramlī 1993, 5/2) ও হাম্বলী মাযহাবের ইবন কুদামা (Ibn Qudāmah 1401H, 5/1) প্রমুখ।

মুশারাকার প্রকারভেদ

ফিক্হ শাস্ত্রে মুশারাকাকে প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে:

(১) শিরকাতুল মিলক (شركة الملك) বা যৌথ মালিকানা;

(২) শিরকাতুল আকদ (شركة العقد) বা যৌথ চুক্তি। (Ibn 'Ābidīn 2000, 3/365; Ibn Qudāmah 1981, 5/3)

১. শিরকাতুল মিলক

শিরকাতুল মিলক বা আমলাক অর্থ যৌথ মালিকানা। এর পরিচয়ে ইমাম বুরহানুদ্দীন আল-মারগীনানী বলেন:

فشركة الأملاك: العين يرثها رجلان أو يشتريانها

কোন বস্তুতে ওয়ারিস বা ক্রয়সূত্রে মালিক হওয়া (Al-Margīnānī 1416H, 3/5)।

এর সংজ্ঞায় আল-মাওসূয়াহ আল-ফিকহিয়্যাহ আল-কুয়েতিয়্যাহ-এ বলা হয়েছে:

وَأَمَّا شَرِكَةُ الْمِلْكِ فَهِيَ أَنْ يَخْتَصَّ اثْنَانِ فَصَاعِدًا بِشَيْءٍ وَاحِدٍ ، أَوْ مَا هُوَ فِي حُكْمِهِ . وَالَّذِي فِي حُكْمِ الشَّيْءِ الْوَاحِدِ هُوَ الْمُتَعَدِّدُ الْمُخْتَلِطُ بِحَيْثُ يَتَعَذَّرُ أَوْ يَتَعَسَّرُ تَفْرِيقُهُ لِتَتَمَيَّزَ أَنْصِبَاؤُهُ . سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْعَيْنُ وَالدَّيْنُ وَغَيْرُهُمَا .

শারিকাতুল মিলক' হলো দুজন বা ততোধিক ব্যক্তি একটি বস্তু বা তার স্থলবর্তী কোনো কিছুতে বিশেষভাবে মালিক হওয়া। কোনো বস্তুর বিধানগত স্থলবর্তী বস্তু হচ্ছে এমন মিশ্রিত একাধিক বস্তু, যার অংশগুলো বিভিন্ন হওয়ার কারণে তা ভাগ করা অসম্ভব বা কষ্টকর। তা নগদ বস্তু, অর্থ বা অন্য কিছু যাই হোক না কেন (MAIA 1404H, 26/20)।

যেমন একটি বাড়ি বা একটি জমিতে দুজনের যৌথ মালিকানা সাব্যস্ত হবে, যদি তারা দুজনে মিলে তা কেনে, বা মীরাস হিসেবে পায় অথবা হেবা, অসিয়্যত বা দান বা এ জাতীয় মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার কোনো কারণে সেটি তাদের মালিকানাধীন হয়।

شَرِكَةُ مِلْك বা যৌথ মালিকানার প্রকারভেদ

ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে যৌথ মালিকানা বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত। তবে প্রথমত একে দুই ভাগে ভাগ করা যায়:

১. (আর্থিক) ঋণ কিংবা অন্য কিছুতে যৌথ মালিকানা;

২. ইচ্ছাকৃত ও বাধ্যতামূলক যৌথ মালিকানা।

প্রত্যেক প্রকার আবার দুই ভাগে বিভক্ত। যেমন-

১. (আর্থিক) ঋণ কিংবা **অন্য কিছুতে যৌথ মালিকানা**

ক. شَرِكَةُ الدَّيْنِ বা (আর্থিক) ঋণে অংশীদারিত্ব হলো দুজন বা ততোধিক ব্যক্তি যৌথভাবে কারো কাছে কিছু অর্থের হকদার হওয়া। যেমন- একজন ব্যবসায়ীর দায়ে দশ হাজার টাকা থাকা, যা কোনো যৌথ কারবারের অংশীদাররা তাদের ভাগ হিসাবে সে টাকাগুলোর প্রাপক হবে।

খ. অর্থ ছাড়া অন্যকিছুর যৌথ মালিকানা/অধিকার (شَرِكَةُ غَيْرِ الدَّيْنِ) : কোনো বস্তু বা অধিকার অথবা সুযোগ-সুবিধায় অংশীদারিত্ব। যেমন যৌথ মালিকানাধীন দোকানে বিদ্যমান পণ্য-সামগ্রীতে অধিকার, তিনজনের যৌথ মালিকানাধীন জমিতে দুজনের শুফআর অধিকার, যদি তৃতীয় জন তার অংশ বিক্রি করে, যৌথভাবে বাড়ি ভাড়াগ্রহীতাদের বাড়িতে বসবাসের অধিকার ইত্যাদি (Ibn ‘Ābidīn 2000, 3/343; Ibn al-Humām 2003, 5/12-14)।

দ্বিতীয়ত : ইচ্ছাকৃত ও বাধ্যতামূলক যৌথ মালিকানা

ক. ইচ্ছাকৃত যৌথ মালিকানা (الاِخْتِيَارِيَّةُ) বলা হয়, ঐ যৌথ মালিকানাকে যা দুই বা ততোধিক শরীকের ইচ্ছায় সংঘটিত হয়ে থাকে। এ মালিকানা চুক্তির মাধ্যমেও হতে পারে, আবার চুক্তি ছাড়াও হতে পারে। এ চুক্তি শুরু থেকেও হতে পারে, আবার কারবার চলমান অবস্থায় হঠাৎ করেও হতে পারে, অথবা নতুন কোন অংশীদার অন্তর্ভুক্ত করার জন্য নতুন চুক্তি সম্পাদনও হতে পারে।

শুরূন্ন থেকে চুক্তি সংঘটিত হওয়ার মাধ্যমে যৌথ মালিকানার উদাহরণ হলো, দুজন মিলে হাল চাষ বা আরোহণের জন্য কোনো জন্তু ক্রয় করা, বা পুঁজি বিনিয়োগ করে ব্যবসা করা। একইভাবে বিভিন্ন ধরনের পণ্য ক্রয় বা হেবা কবুল করা বা অসিয়্যত বা সদকা কবুল করা।

নতুনভাবে যৌথ চুক্তি হওয়া বা চুক্তি সংঘটনের পর সম্পদে যৌথ মালিকানার নমুনা হলো, এক ব্যক্তির পক্ষ থেকে কেনাবেচা সংঘটিত হওয়ার পর অন্য কেউ বিনিময়সহ বা বিনিময় ছাড়া তার অংশীদারী গ্রহণ করা।

চুক্তি ছাড়া যৌথ কারবার সংঘটনের নমুনা হলো, দুজন ব্যক্তি তাদের সম্পদ একসাথে মিশিয়ে ফেলল বা উভয়ের পাতানো জাল দিয়ে উভয়ে এক শিকার ধরল অথবা উভয়ে মিলে একটি পতিত ভূমি আবাদ করল।

খ. অনিচ্ছাকৃত বা জবরদস্তিমূলক (إجبارية) মালিকানা হচ্ছে, যা দুই বা ততোধিক শরীকের অনিচ্ছাসত্ত্বেও সংঘটিত হয়। যেমন একসাথে রাখা বিভিন্ন থলে ছিদ্র হয়ে গেল আর থলের বস্তু মিশে গেল। ফলে অসম্ভব না হলেও একত্র হয়ে যাওয়ার কারণে এগুলোকে আলাদা আলাদা করা কষ্টকর। তবে যদি এক শরীক বাকীদের অনুমতি ছাড়া মেশায়, তাহলে ইবনে আবেদীন বলেন, এই শরীক নিজ সম্পদের সাথে যা কিছু মিশিয়েছে সেগুলোর সে মালিক হবে। আর বাড়াবাড়ির কারণে সে অনুরূপ বস্তু দিয়ে ক্ষতিপূরণ আদায়ে দায়বদ্ধ থাকবে। ফলে এখানে কোনো যৌথ মালিকানা থাকবে না (Ibn ‘Ābidīn 2000, 3/344; ILRC 2016, 4/48-51)।

২. শিরকাতুল ‘আকদ

শিরকাতুল আকদ হলো- চুক্তির ভিত্তিতে অংশীদারিত্ব। বিভিন্ন মাযহাবের ফকীহগণ শারিকা বা মুশারাকা বলতে মূলত শিরকাতুল ‘আকদকে বুঝিয়েছেন। ফলে তাদের দৃষ্টিতে শিরকাতুল ‘আকদের সংজ্ঞা পূর্বে উল্লেখিত মুশারাকার সংজ্ঞার মতই। পুনরাবৃত্তির কারণে এখানে উক্ত সংজ্ঞা উল্লেখ না করাই শ্রেয়।

বরং এককথায় বলা যায়, চুক্তির মাধ্যমে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মূলধন ও তা থেকে প্রাপ্ত মুনাফায় শরীক বা অংশীদার হওয়াকে শিরকাতুল আকদ বা চুক্তিভিত্তিক অংশীদারিত্ব বলা হয়।

শিরকাতুল ‘আকদ এর প্রকারভেদ

ফকীহগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শিরকাতুল ‘আকদকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করেছেন। নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ কয়েক প্রকার আলোচনা করা হলো:

এক: ক্ষেত্র বিবেচনায় শিরকাতুল ‘আকদের প্রকারভেদ

এ বিবেচনায় শিরকাতুল ‘আকদ তিন প্রকার। যথা-

১. **শিরকাতুল আমওয়াল:** শিরকাতুল আমওয়াল হলো দুই বা ততোধিক শরীক এই শর্তে চুক্তি করা যে, তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ পুঁজিতে ব্যবসা করবে এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ অনুপাতে লাভ তাদের মাঝে বণ্টিত হবে। এক্ষেত্রে চুক্তির সময় পুঁজির পরিমাণ জ্ঞাত বা অজ্ঞাত হলেও কোনো সমস্যা নেই।

২. **শিরকাতুল আ‘মাল:** শিরকাতুল আ‘মাল হলো, দুই বা ততোধিক ব্যক্তির এ মর্মে চুক্তি করা, তারা নিজেদের শ্রম ও দৰতাকে পুঁজি করে যৌথভাবে গ্রাহকদেরকে বিভিন্ন সেবা প্রদান করার দায়িত্ব গ্রহণ করবে এবং গ্রাহকদের থেকে অর্জিত পারিশ্রমিক নির্ধারিত হারে তাদের মধ্যে বণ্টিত হবে। এর নমুনা হলো : দু বা ততোধিক লোক মিলে সেলাই করা, কাপড়ে রং লাগানো, ভবন নির্মাণ, চিকিৎসাসামগ্রী তৈরি ইত্যাদি যে কোনো কাজ। এর আরও কয়েকটি নাম রয়েছে, যেমন- শিরকাতুস সানায়ে‘ (নির্মাণশিল্প ভিত্তিক অংশীদারিত্ব), শিরকাতুল আবদান, শিরকাতুত তাকাব্বুল ইত্যাদি। অবশ্য অনেকে এগুলোর প্রত্যেকটির ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োগ ক্ষেত্র নির্ধারণ করেছেন। যেমন-

(ক) শ্রমভিত্তিক অংশীদারী কারবার হলো, শিরকাতুল আমাল;

(খ) শারীরিক অংশগ্রহণমূলক কারবার হলো, শিরকাতুল আবদান;

(গ) কাজসংগ্রহভিত্তিক অংশীদারী কারবার হলো শিরকাতুত তাকাব্বুল।

৩. **শিরকাতুল ওজুহ:** শিরকাতুল ওজুহ বা সুনামভিত্তিক যৌথ কারবার হলো দুই বা ততোধিক ব্যক্তি এ এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হওয়া, তারা পুঁজি ছাড়া কেবল নিজেদের সুনাম, পরিচিতি, মর্যাদা ও বিশ্বস্ততার ভিত্তিতে বাকিতে পণ্যসামগ্রী কিনবে, আর তা নগদ মূল্যে বিক্রি করবে। আর পণ্যের মূল্যের দায় অনুপাতে তাদের মাঝে লাভ বণ্টিত হবে (Ibn 'Ābidīn 2000, 3/358-361; Al-Kāsānī 2000, 6/58; Ibn al-Humām 2003, 5/24-30; Al-Sharbinī 2006, 2/212; ILRC 2016, 4/48-51)।

দুই: অংশ সমান বা কমবেশির বিবেচনায় শিরকাতুল আকদের প্রকারভেদ

যৌথ কারবারের পুঁজি (نُقُودٌ), ব্যবসায়িক কার্য সম্পাদন, লাভ, ব্যবসায়িক ঋণের বিপরীতে কাফালাত বা দায়িত্ব গ্রহণ এবং কার্য পরিচালনার যোগ্যতা- এ পাঁচটি সূচকে অংশীদারগণের অংশ সমান হওয়া না হওয়ার বিচারে যৌথ চুক্তি দুভাগে বিভক্ত :

১. **শিরকাতুল মুফাওয়াযা:** মুফাওয়াযা শব্দের আভিধানিক অর্থ আলাপ-আলোচনা (negotiation)। পরিভাষায় যৌথ কারবারের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল শরীকের মধ্যে উপরিউক্ত পাঁচটি বিষয় তথা মূলধন, শ্রম, লাভ, ঝুঁকি, ব্যবস্থাপনায় পরিপূর্ণ সমতা বিদ্যমান থাকলে তাকে শিরকাতুল মুফাওয়াযা বলা হয়। প্রত্যেক শরীক যখনই ইচ্ছা এ কারবার বাতিল করার অধিকার রাখেন। তাই এ শারিকায় সমতা বিধান শর্ত করা হয়েছে (Ibn al-Humām 2003, 5/26; ILRC 2016, 4/52)।

২. **শিরকাতুল 'ইনান:** ঐ যৌথ কারবার যার মধ্যে উল্লিখিত সমতা নেই। এই সমতা মৌলিকভাবে অনুপস্থিত হতে পারে, আবার চুক্তির সময় বর্তমান থাকলেও পরবর্তীতে তা দূর হয়ে যেতে পারে। যেমন চুক্তির সময় উভয় শরীকের সম্পদ ছিল সমান। কিন্তু কারবারের পণ্য কেনার পূর্বে একজনের সম্পদের বাজারমূল্য বৃদ্ধি পেল। তখন এই মূল্যবৃদ্ধির কারণেই চুক্তিটি শিরকাতুল ইনান-এ রূপান্তরিত হবে (Ibid)।

তিন: সাধারণ ও বিশেষ অবস্থা বিবেচনায় যৌথ চুক্তির প্রকারভেদ

হানাফী ফকীহদের মতে এই বিবেচনায় যৌথ চুক্তি দু'প্রকার :

১. **মুতলাক বা শর্তমুক্ত:** মুতলাক বা শর্তহীন হলো, যে চুক্তিকে এক বা একাধিক শরীকের বিশেষ কোনো শর্ত দ্বারা শর্তযুক্ত করা হয় না। যেমন নির্দিষ্ট ব্যবসাকেন্দ্র, সময়, স্থান অথবা নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির সাথে

লেনদেনের শর্ত না করা। অর্থাৎ দুই শরীক সব ধরনের ব্যবসায়ে যৌথ অংশগ্রহণ করবে এবং কোনো ধরনের কোনো শর্ত করবে না।

২. **মুকাইয়াদ বা শর্তযুক্ত :** শর্তযুক্ত যৌথচুক্তি হলো যা উল্লিখিত শর্তাদিযুক্ত হয়। যেমন কোনো বস্তু, সময় বা স্থানের শর্তযুক্ত হওয়া। যেমন বিভিন্ন শস্য, তৈরি পোশাক, যানবাহন বা তরিতরকারীর শর্ত করা। অথবা এ বছরের তুলার মওসুমে বা এই জেলায় কারবার পরিচালনার শর্ত করা। কতক দোকান বা ব্যবসাকেন্দ্রের শর্ত করা শিরকাতুল মুফাওয়াযায় গৃহীত নয়। কোনো সময়ের সাথে যুক্ত করা মুফাওয়াযা ও 'ইনান উভয় শারিকায় হতে পারে (Ibn 'Ābidīn 2000, 3/351; ILRC 2016, 4/54-55)।

'শর্তমুক্ত' এবং 'সময়ের শর্ত শর্তযুক্ত' দু ধরনেরই যৌথ কারবার সকল মাযহাবে সমাদৃত। শাফিয়ীদের স্পষ্ট বক্তব্য অনুসারে এক শরীকের কার্য সম্পাদন শর্তযুক্ত করে অন্য শরীকের কার্য পরিচালনা শর্তমুক্ত করা জায়িয। তবে কতক ফকীহ থেকে বর্ণিত, এক্ষেত্রে প্রত্যেক শরীকের কার্য পরিচালনার সীমা নির্ধারিত হওয়া আবশ্যক। কতক মালিকী মতাবলম্বী ইমামের বক্তব্য থেকে এরূপ ধারণাও তৈরি হয় যে, সময় নির্দিষ্ট করার কারণে যৌথ কারবার বাতিল হবে, যদিও তাদের স্পষ্ট মতামত হলো, মেয়াদের শর্ত ছাড়াই যৌথ কারবার বৈধ হবে (Al-Sharbinī 2006, 2/213; ILRC 2016, 4/54-55)।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয়, ফকীহগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মুশারাকা তথা শিরকাতকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করেছেন। নিম্নের চিত্রে তাঁদের শ্রেণিবিন্যাস তুলে ধরা যায়।

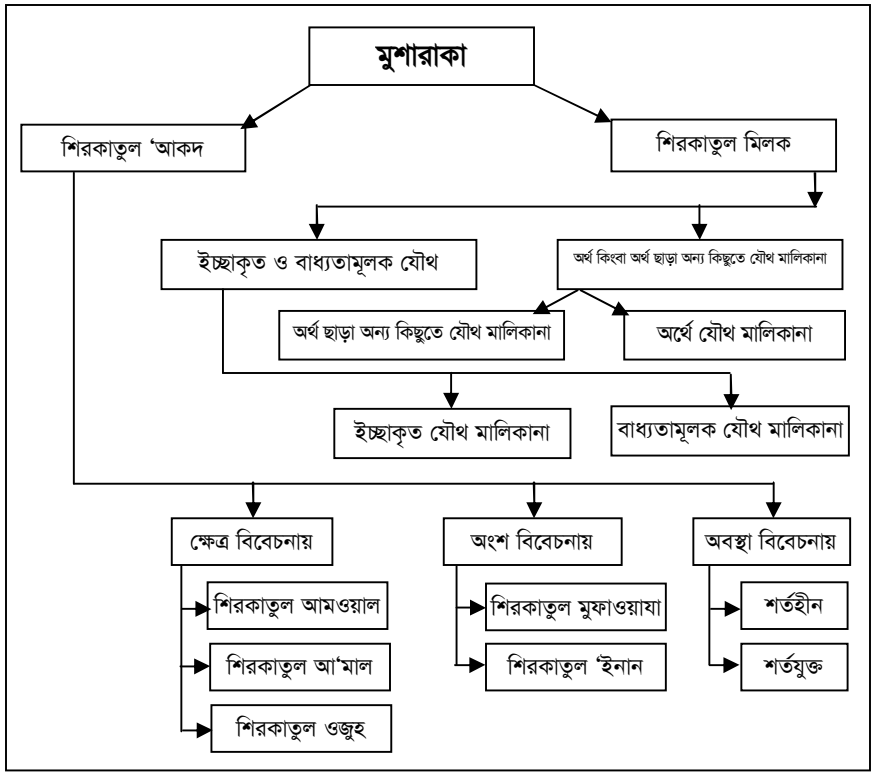

চিত্র: ফকীহগণের দৃষ্টিতে শিরকাত বা মুশারাকার প্রকারভেদ

ইসলামী ব্যাংকিং-এ মুশারাকার প্রয়োগ

ফকীহগণের উল্লেখিত মুশারাকার প্রকারগুলোর মধ্যে 'শিরকাতুল ইনান'-এর প্রয়োগ সহজ হওয়ার কারণে ইসলামী ব্যাংকগুলোতে এর প্রচলন বেশি। কেননা শিরকাতুল ইনানে প্রত্যেক অংশীদারের পুঁজি, ঝুঁকি, মুনাফা, শ্রম ও ব্যবস্থাপনা যোগ্যতা সমান হওয়া শর্ত নয়। বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহক বিবেচনায় ব্যাংকের জন্য এ পদ্ধতিতে শরীআহ প্রতিপালন সহজ। বিভিন্ন দেশের ইসলামী ব্যাংকিং এ মুশারাকাভিত্তিক বিভিন্ন অর্থায়ন পদ্ধতি ও প্রডাক্ট উদ্ভাবিত হয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় মুশারাকাভিত্তিক প্রসিদ্ধ অর্থায়ন পদ্ধতিগুলো নিম্নরূপ:

১. চলমান মুশারাকা
২. ক্রমহ্রাসমান মুশারাকা
৩. পরিবর্তনশীল মুশারাকা

নিম্নে এগুলোর সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো:

১. চলমান মুশারাকা (মুশারাকা মুস্তামিররা)

কোন মেয়াদ নির্দিষ্ট না করে মুশারাকার চুক্তি করা হলে তাকে মুশারাকা মুসতামির্‌রা বা চলমান মুশারাকা বলা হয়। এ পদ্ধতিকে মুশারাকা তাম্মা ও মুশারাকা দাইমা বা স্থায়ী মুশারাকাও বলা হয়। এ পদ্ধতিতে ব্যাংক কোন ব্যবসায়ী বা কোম্পানিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ মূলধন সরবরাহ করে। হিসাব শেষে লাভ হলে চুক্তি অনুযায়ী ব্যাংক তার প্রাপ্য অংশ গ্রহণ করে এবং লোকসান হলে মূলধন অনুপাতে তা বহন করে। এ ধরনের মুশারাকা চুক্তিতে কোন মেয়াদ উল্লেখ থাকে না (Al-Haytī 1998, 496)।

উল্লেখ্য, ইসলামী ব্যাংক ইচ্ছে করলে কোম্পানিতে বিনিয়োগকৃত তার মূলধন অথবা শেয়ার অন্যের কাছে বিক্রি করে ব্যবসা থেকে বেরিয়েও আসতে পারে।

এ পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংক উদ্যোক্তার মাধ্যমে কোন প্রকল্প বা শিল্প প্রতিষ্ঠান করার জন্য অর্থায়ন করতে পারে। মূলধনের শেয়ার অর্জন করার মাধ্যমেও ব্যাংক কোন চলতি শিল্প প্রতিষ্ঠানে অর্থায়ন করতে পারে। এক্ষেত্রে ব্যাংক উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় অংশ নেয়ার অধিকার রাখে। এ জাতীয় স্থায়ী মুশারাকা সাধারণত বৃহৎ ও দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পে করা হয়, যদিও ব্যাংক ক্ষুদ্র শিল্প ও গ্রাহকদেরকে অর্থায়নের ক্ষেত্রেও এ পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারে (Huda & Doha 2011, 115)।

২. ক্রমহ্রাসমান মুশারাকা (মুশারাকা মুতানাক্বিছা)

এটি একটি নতুন ধরনের কারবার। এ পদ্ধতিতে কোন আয়বর্ধক বা উৎপাদনশীল প্রকল্পে দু'পক্ষ অংশীদার হয়। অংশীদারদ্বয়ের কোন একপক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অংশ ক্রমান্বয়ে ক্রয়ের অঙ্গীকার করে থাকে। এক্ষেত্রে ক্রেতার অংশের আয় থেকে তা ক্রয় করা কিংবা অন্য কোন উৎসের অর্থ থেকে তা ক্রয় করা উভয় সমান।

'মুশারাকা মুতানাক্বিছা' 'মুশারাকা মুস্তামির্‌রা' বা স্থায়ী মুশারাকা থেকে একটু ভিন্ন। মুশারাকা মুস্তামিররাতে ব্যাংকের মূলধন বা মালিকানার শেয়ার হ্রাস পাওয়ার কোন বিধান থাকে না। অর্থাৎ, কোন অংশীদার চলমান প্রকল্প থেকে মূলধন বা তার অংশবিশেষ প্রত্যাহার করেন না। প্রকল্প শেষ না হওয়া পর্যন্ত কিংবা নিজের শেয়ার কারো কাছে বিক্রির পূর্ব পর্যন্ত মূলধনের শেয়ার বা ইক্যুইটি একই রকম থাকে। তারা শুধু বার্ষিক হিসাব সমাপনান্তে লাভ গ্রহণ বা লোকসান বহন করতে থাকেন। কিন্তু মুশারাকা মুতানাক্বিছা বা ক্রমহ্রাসমান মুশারাকায় এক অংশীদার অপর অংশীদারের শেয়ার ক্রমান্বয়ে ক্রয় করতে থাকেন। নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে গ্রাহক ব্যাংকের শেয়ারের মূল্য পরিশোধ করেন এবং ক্রমান্বয়ে ব্যাংকের মালিকানা হ্রাস পায় এবং গ্রাহকের মালিকানা বৃদ্ধি পায়। ফলে, এক পর্যায়ে গ্রাহক প্রকল্পের সম্পূর্ণ মালিক হয়ে যান (Huda & Doha 2011, 115-116)।

৩. পরিবর্তনশীল মুশারাকা (মুশারাকা মুতাগাইয়িরা)

এ পদ্ধতিটি মূলত তারল্য সংকট মোকাবেলার জন্য চলতি হিসাবে ঋণ গ্রহণের বিকল্প হিসেবে প্রয়োগ করা হয়। চলমান কোন প্রকল্প বা কোম্পানির তারল্য সংকট দূর করার জন্য ইসলামী ব্যাংক এক বা একাধিক কিস্তিতে নগদ অর্থ প্রদান করে, অতঃপর মেয়াদ শেষে মুনাফা হিসাব করা হয়। এ পদ্ধতির কর্মকৌশল নিম্নরূপ:

- গ্রাহক তার চলমান কোম্পানি/ প্রকল্পের তারল্য সংকট দূর করতে অর্থায়ন করার জন্য ব্যাংক বরাবর আবেদন করেন। এ আবেদনে অর্থের পরিমাণ ও মেয়াদ উল্লেখ করেন এবং তার সাথে কোম্পানি/প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই (feasibility study) ফাইল সংযুক্ত করেন;
- ব্যাংক উক্ত সম্ভাব্যতা যাচাই ফাইল মূল্যায়ন করে অর্থায়ন করতে সম্মত হলে আবেদনে উল্লেখিত পদ্ধতি ও পরিমাণে নগদ অর্থ প্রদান করে। ফলে কোম্পানি/ প্রজেক্টের অবস্থা সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। এ কারণেই মূলত এ পদ্ধতিকে উক্ত নামে নামকরণ করা হয়েছে;
- গ্রাহক তার কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কোম্পানি/প্রজেক্ট পরিচালনা করতে থাকেন;
- চুক্তিকৃত মেয়াদ শেষে নির্ধারিত পদ্ধতিতে হিসাব আকলন করা হয় এবং ব্যাংক চুক্তি অনুযায়ী মুনাফা/ক্ষতি বহন করে (Beltajī 2005, 554)।

বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং-এ মুশারাকার প্রয়োগ

প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ইসলামী ব্যাংকিং এর সূচনা থেকে বাংলাদেশে এর চর্চা শুরু হয়। বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং-এ যেসব শরীআহসম্মত পদ্ধতি প্রয়োগ করে অর্থায়ন করা হয় তার মধ্যে মুশারাকা অন্যতম। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এ মুশারাকা প্রয়োগের দৃষ্টান্ত উপস্থাপনের জন্য এ দেশের সর্ববৃহৎ ও প্রাচীন ইসলামী ব্যাংক হিসেবে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের উপর সমীক্ষার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

ইসলামী ব্যাংকে শিরকাতুল 'ইনান প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট ব্যবসায়ের পুঁজির একটি অংশ প্রদান করে গ্রাহক এবং অবশিষ্টাংশ প্রদান করে ব্যাংক। একাধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মুশারাকা হলে অন্যান্য অংশীদারের মতো ব্যাংকও পুঁজির একটি অংশ প্রদান করে। ব্যবসা পরিচালনার দায়িত্ব সাধারণত গ্রাহকের ওপর থাকে। তবে ব্যাংক ইচ্ছা করলে ব্যবস্থাপনায় অংশ নিতে পারে। ব্যবসায় লাভ হলে তা চুক্তিতে বর্ণিত অনুপাতে ব্যাংক ও অংশীদারদের মধ্যে বণ্টিত হয় আর লোকসান হলে পুঁজির অনুপাতে ব্যাংক ও অন্যান্য অংশীদাররাই তা বহন করে (Huda & Doha 2011, 114)। প্রায়োগিক দিক থেকে এখানে মুশারাকা মুস্তামিররা ও মুশারাকা মুতানাকিছার চর্চা করা হয়।

ব্যাংকের মুশারাকা বিনিয়োগের নীতিমালা

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড মুশারাকা পদ্ধতিতে বিনিয়োগের যে নীতিমালা নির্ধারণ করেছে তা নিম্নরূপ (IBBL 2016, 45-50):

ক. চুক্তি সম্পাদন

মুশারাকা কারবারের মূল ভিত্তি হচ্ছে চুক্তি। মহান আল্লাহর বিধান অনুযায়ী চুক্তি দুজন পুরুষ সাক্ষী অথবা একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা সাক্ষীর সম্মুখে সম্পাদিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। ভবিষ্যতে বিরোধের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য চুক্তিতে সম্ভাব্য সকল বিষয়ের উল্লেখ থাকতে হবে।

খ. মূলধন বিনিয়োগ

ক) অংশীদারগণ সমান অথবা অসমভাবে মূলধন যোগান দিতে পারে।

খ) মূলধন নগদে অথবা সম্পদেও দেয়া যায়। তবে সম্পদে দিলে সম্পদের মূল্য কোনো দক্ষ পেশাদার মূল্যায়নকারীর দ্বারা মূল্যায়ন করে অংশীদারের সম্পত্তিতে নির্ধারণ হতে হয়। এই নির্ধারিত মূল্যই সংশ্লিষ্ট অংশীদারের শেয়ার মূলধন হিসেবে বিবেচিত হবে।

গ) অংশীদারগণ কর্তৃক বিনিয়োগকৃত মূলধন একটি একক তহবিল এবং সত্তা হিসেবে পরিগণিত হয়।

ঘ) 'লাভের জন্য ঝুঁকি' এ নীতির ওপর ভিত্তি করে মুশারাকা কারবার পরিচালিত। তাই কোনো অংশীদার অপর অংশীদারের মূলধনের নিরাপত্তা দিতে পারেন না।

গ. অংশীদারদের ক্ষমতা

মুশারাকা চুক্তিবদ্ধ অংশীদারগণের যেসব অধিকার বা ক্ষমতা আছে তা হলো:

- প্রত্যেক অংশীদারের ব্যবসায়িক কারণে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষমতা;
- ব্যবসা চালানোর জন্য লোক নিয়োগের ক্ষমতা ইত্যাদি।

ঘ. মুশারাকার ব্যবস্থাপনা

সাধারণ নিয়মানুযায়ী প্রত্যেক অংশীদার মুশারাকা কারবারের ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করতে পারেন। তবে সম্মত হলে যে কোন একজন অথবা সুনির্দিষ্ট কয়েকজন ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করে কারবার পরিচালনায় কোন বাধা নেই। যদি সকলে কারবার পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে তবে চুক্তির শর্তানুযায়ী সকল বিষয়ে একে অপরের প্রতিনিধি হিসেবে বিবেচিত হয় এবং সাধারণ অবস্থায় প্রত্যেকের কাজ সকলের কাজ হিসেবে পরিগণিত হয়।

ঙ. লাভ বণ্টনের নীতি

ক. লাভ পরিমাপযোগ্য হতে হবে, অন্যথায় লাভ বণ্টনের সময় অথবা চুক্তি বিলুপ্তির সময় বিরোধের আশঙ্কা থাকে।

খ. অর্জিত লাভের ওপর মুনাফা বণ্টনের অনুপাত প্রয়োগ হবে। মূলধনের ওপর কোনো নির্ধারিত হার অথবা কোনো নির্ধারিত বা অনির্ধারিত অংশ (যেমন প্রতি বছর মূলধনের ৫% অথবা ২০,০০০ টাকা) মুনাফা বণ্টনের ভিত্তি হতে পারে না এবং হলে চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে।

গ. চুক্তির শর্তানুযায়ী অংশীদারগণের মধ্যে অর্জিত লাভ মূলধন অনুপাতে বণ্টিত হবে।

ঘ. কোন সক্রিয় অংশীদারের মুনাফা প্রাপ্তির অনুপাত অন্যদের তুলনায় কম-বেশি হতে পারে।

ঙ. অংশীদাররা তাদের মুনাফাপ্রাপ্তির অনুপাত কমবেশি করতে পারেন।

চ. লোকসান বণ্টন

কারবারে লোকসান হলে সকল অংশীদারের মধ্যে তাদের স্ব-স্ব মূলধন অনুপাতে বণ্টিত হয়।

ছ. মুশারাকার বিলোপসাধন

ক. উদ্দেশ্য অর্জিত হলে মুশারাকার বিলুপ্তি ঘটে।

খ. চুক্তির শর্তানুযায়ী কোন অংশীদার যে কোন সময় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অন্য অংশীদারদের মুশারাকার বিলোপ ঘটাতে পারে।

গ. যদি কোন অংশীদার মৃত্যুবরণ করে অথবা কোন অংশীদার বিকৃত মস্তিষ্ক, উন্মাদ, পাগল, কাণ্ডজ্ঞানহীন হয় এবং মুশারাকা কারবার পরিচালনায় অযোগ্য বিবেচিত হয়, তা হলে মুশারাকা কারবারের বিলুপ্তি ঘটে।

ঘ. যদি কোন অংশীদার কারবারের বিলোপসাধন চায় এবং অন্যরা কারবার চালু রাখার পক্ষপাতী হয়, তখন পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে কারবার চালু রাখা যেতে পারে।

নীতিমালার শরয়ী পর্যালোচনা

মুশারাকা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড অনুসৃত নীতিমালাটি শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা হলো:

ক. চুক্তি সম্পাদন

ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় প্রতিটি লেনদেন চুক্তিবদ্ধ হয়ে করার নির্দেশনা এসেছে। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে চুক্তি সম্পাদন, তাতে সাক্ষী রাখা ও চুক্তির যথাযথ

পরিপালন করতে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। কুরআনের সর্ববৃহৎ আয়াতটি এর প্রমাণ (Al-Qurān, 2:282)। অতএব ব্যাংকের চুক্তি সম্পাদনের এ শর্তটি অবশ্যই শরী'আহ নির্দেশিত বিধানের একটি অংশ।

খ. পুঁজি

এ চুক্তিতে পুঁজি সম্পর্কিত শর্তগুলোর শর'য়ী বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয় যে,

এক: অংশীদারগণের সমান অথবা অসমভাবে মূলধন যোগান দেয়া শরী'আহর দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ বৈধ। উপরন্তু, শিরকাতুল 'ইনানের মূল প্রতিপাদ্যই অসম অংশীদারিত্ব। এ অসম অংশীদারিত্ব পুঁজি, লভ্যাংশ, শ্রম, ঝুঁকি, কর্ম ব্যবস্থাপনা ইত্যাদিতে হতে পারে (Ibn al-Humām 2003, 5/26; ILRC 2016, 4/52)।

দুই: মূলধন নগদ মুদ্রায় হওয়ার ব্যাপারে ফকীহগণের কোন মতভেদ নেই। তবে অন্যান্য সম্পদে দেয়ার ব্যাপারে ফকীহগণ মতভেদ করেছেন। অধিকাংশের মতে, কোন কোন অংশীদার নগদ মুদ্রায় ও বাকিরা অন্যান্য সম্পদে মূলধন যোগান দিলে তা সহীহ হবে না। কেউ কেউ মনে করেন, সকলেই যদি একই জাতীয় সম্পদ বা পণ্যে মূলধন জমা দেয়, তবে তা গ্রাহ্য হবে। তবে ইবনু আবী লাইলার মতে, নিঃশর্তভাবে সকল পণ্যের সমন্বয়ে মূলধন গঠন বৈধ। ইমাম আহমাদের এমন একটি বর্ণনা রয়েছে। আধুনিক স্কলারগণ এ মতকে প্রাধান্য দেন। যাকাতের নিসাব নির্ধারণের সময় ব্যবসার পণ্যের বাজারদর বিবেচনাকে তাঁরা প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন। তবে তাঁদের মতে, মূলধন সম্পদে দিলে সম্পদের মূল্য কোনো দক্ষ পেশাদার মূল্যায়নকারীর দ্বারা মূল্যায়ন করে অংশীদারের সম্পত্তিতে নির্ধারণ হতে হয় (Ibn 'Ābidīn 2000, 3/351; Al-Kāsānī 2000, 6/60; Ibn al-Humām 2003, 5/5; Al-Sharbinī 2006, 2/212; Ibn Qudāmah 1401H, 5/127; Al-Ramlī 1993, 5/6; ILRC 2016, 4/66-68)।

তিন: অংশীদারগণ কর্তৃক বিনিয়োগকৃত মূলধন একটি একক তহবিলে মিশ্রিত করাকে ফকীহগণ "খলত" (الخلط) বা মিশ্রণ শব্দে ব্যক্ত করেছেন। এ মিশ্রণ হাকীকী না হুকমী সে বিষয়ে তাঁরা মতভেদ করলেও সকল অংশীদারের সম্পদ একত্রিত করা যৌথ কারবারের শর্ত হওয়ার ব্যাপারে মত প্রকাশ করেছেন (Al-Kāsānī 2000, 6/60; Ibn Rushd al-Hafīd 2006, 2/253; Al-Sharbinī 2006, 2/213; Al-Ramlī 1993, 5/6; ILRC 2016, 4/66-68)।

চার: 'লাভের জন্য ঝুঁকি' এটি মূলত ইসলামী ফিকহের এক গুরুত্বপূর্ণ নীতি, যা কায়িদা ফিকহিয়্যাহ الغنم بالغرم এর অনুবাদ।[১]

---

১. الغنم শব্দের আভিধানিক অর্থ কল্যাণ, মুনাফা, উপকার; পক্ষান্তরে الغرم অর্থ ঋণ, অপরিহার্য কোন কিছু বা অবশ্যই আদায় করতে হবে এমন বিষয়, দায় ইত্যাদি। কায়িদাটি মূলত মহানবী

গ. অংশীদারদের ক্ষমতা

ইসলামী ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট নীতিমালা অনুযায়ী মুশারাকা চুক্তিবদ্ধ অংশীদারগণের যেসব অধিকার বা ক্ষমতা আছে তা হলো, প্রত্যেক অংশীদারের ব্যবসায়িক কারণে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষমতা এবং ব্যবসা চালানোর জন্য লোক নিয়োগের ক্ষমতা ইত্যাদি। এ অংশটিও ফকীহগণের আলোচনা-পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্তের নিরিখে গৃহীত। তাঁরা 'প্রত্যেক শরীকের ওকীল নিয়োগ' ও 'প্রত্যেক শরীকের জন্য সকল ব্যবসা করার সুযোগ' পৃথক দুটি মাসআলায় এ ধারাটি বর্ণনা করেছেন (Ibn 'Ābidīn 2000, 3/351; Al-Kāsānī 2000, 6/63; Ibn al-Humām 2003, 5/5-6, 30; Al-Sharbinī 2006, 2/213; Ibn Qudāmah 1401H, 5/109; Al-Ramlī 1993, 5/5; ILRC 2016, 4/59-60, 73-74)।

ঘ. মুশারাকার ব্যবস্থাপনা

মুশারাকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ব্যাংকের নীতিমালায় যা রয়েছে তা সম্পূর্ণ শরী'আহসম্মত। কেননা ফকীহগণের বক্তব্য অনুযায়ী প্রত্যেক অংশীদার মুশারাকা কারবারের ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করতে পারেন। তবে সম্মত হলে যে কোন একজন অথবা সুনির্দিষ্ট কয়েকজন ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করে কারবার পরিচালনায় কোন বাধা নেই (Ibn al-Humām 2003, 5/5)।

ঙ, চ. লাভ ও লোকসান বণ্টন

ফকীহগণ এ প্রসঙ্গে যা বলেছেন তার সারসংক্ষেপ হলো, অর্জিত লাভের ওপর মুনাফা বণ্টনের অনুপাত প্রয়োগ হবে। মূলধনের ওপর কোনো নির্ধারিত হার অথবা কোনো নির্ধারিত বা অনির্ধারিত অংশ মুনাফা বণ্টনের ভিত্তি হতে পারবে না, হলে চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে। প্রত্যেকের লভ্যাংশের হার তাদের পরস্পরের সম্মতিতে নির্ধারিত হবে। পক্ষান্তরে কারবারে লোকাসান হলে সকল অংশীদারের মধ্যে তাদের স্ব-স্ব মূলধন অনুপাতে বণ্টিত হয় (Ibn'Ābidīn 2000, 3/354; Al-Kāsānī 2000, 6/59, 81; Ibn al-Humām 2003, 5/25; ILRC 2016, 4/61-62)। এ প্রসংগে তাঁরা যে মূলনীতি গ্রহণ করেছেন তা হলো, মহানবী স.-এর হাদীস:

والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حل حراما

মুসলিম স্বীয় শর্তাবলি পালন করতে বাধ্য, যতক্ষণ না তার শর্ত কোন হালালকে হারাম এবং হারামকে হালালে পরিণত করে (Al-Tirmidī ND, 3/634, 1352)।

স.-এর হাদীস لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه । অর্থাৎ বন্ধকী সম্পদ এর সত্ত্বাধিকারী যে বন্ধক রেখেছে তার থেকে মুক্ত হয়ে যায় না, তাকে এর কল্যাণ ও অকল্যাণ উভয়টি নিতে হয়। অতএব কায়িদাটির অর্থ দাঁড়ায়, "লাভ-ক্ষতি উভয়ই বহন করতে হবে" বা "মুনাফা ও ঝুঁকি উভয়ে অংশীদারিত্ব"।

অর্থাৎ যে শর্তের মাধ্যমে হালাল বিধানকে হারাম এবং হারাম বিধানকে হালাল করা হয় সে শর্ত কোন মুসলিম পালন করতে বাধ্য নয়।

ছ. মুশারাকার বিলোপসাধন

ফকীহগণ অংশীদারিত্ব বা যৌথ কারবার সমাপ্তি হওয়ার কারণসমূহ বিস্তারিত আলোচনা করেন। আল-মাওসূআতুল ফিকহিয়্যাহ আল-কুয়েতিয়্যাতে أسباب انتهاء الشركة বা 'যৌথ কারবার সমাপ্ত হওয়ার কারণসমূহ' শিরোনামে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে (ILRC 2016, 4/123-129)। যা থেকে প্রমাণিত হয়, মুশারাকা বিলোপসাধনের ব্যাপারে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড যে নীতিমালা প্রণয়ন করেছে তার সাথে ফকীহগণের মতামতের কোন বৈপরীত্য নেই; বরং তাঁদের বক্তব্যের প্রতিনিধিত্ব করে।

অতএব, উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড মুশারাকা পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য যে নীতিমালা প্রণয়ন করেছে তাত্ত্বিক দিক থেকে তার সাথে শরী'আহর কোন সংঘর্ষ নেই। এমনকি নীতিমালার ধারা-উপধারায় যেসব শাখা-প্রশাখাগত মাসআলা এসেছে তাতেও সর্বজন গ্রাহ্য বা সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহের মতামতকে গ্রহণ করা হয়েছে।

ইসলামী ব্যাংকিং-এ মুশারাকার প্রয়োগ চিত্র

মুশারাকা বিনিয়োগে বাংলাদেশের শীর্ষ স্থানীয় ইসলামী ব্যাংক ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর অবস্থানের একটি সামগ্রিক চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো।

২০১৬ (হাজার টাকায়)

ব্যাংকের মোট বিনিয়োগ	বিনিয়োগের ধরন	বিনিয়োগের পরিমাণ	শতকরা হার	গৃহীত মুনাফা	সন্দেহযুক্ত মুনাফা	মুনাফার শতকরা হার
৮৪৩৬২৪৯০	মুশারাকা	২৪৫৪৪৫	০.২৯%	৬১০	১৪	২.৩৪%
	এমডিবি[২]	২৫৩৮৬২৯	৩.০০%	৩৩৮৮০	০	০%

২০১৭ (৩০.০৯.২০১৭) (হাজার টাকায়)

ব্যাংকের মোট বিনিয়োগ	বিনিয়োগের ধরণ	বিনিয়োগের পরিমান	শতকরা হার	গৃহীত মুনাফা	সন্দেহযুক্ত মুনাফা	মুনাফার শতকরা হার
৬৬৭৪৫৭৪৯	মুশারাকা	১৮৪৯০০	০.২৭%	০	০	০%
	এমডিবি	৮৮৪৩৮৫	১.৩২%	৯৪৭০	০	০%

২. এমডিবি বা মুশারাকা ডকুমেন্টারি বিল হলো ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতিতে বৈদেশিক বাণিজ্যে অংশীদারিত্ব ভিত্তিক একটি বিনিয়োগ পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে একজন গ্রাহক পণ্য জাহাজে প্রেরণের পর ব্যাংকে এসে নির্ধারিত ফরমে প্রস্তাব করে, যার মধ্যে গ্রাহকের মূলধনের অংশ, মুনাফার অংশ বিশদভাবে উল্লেখ থাকে। সে মোতাবেক ব্যাংক ফাইনান্স করে।

পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এ ২০১৬ ও ২০১৭ সালের মোট বিনিয়োগের মাত্র ০.২৯% ও ০.২৭% মুশারাকা বিনিয়োগ। আর এমডিবিতে যথাক্রমে ৩% ও ১৩% বিনিয়োগ। উল্লেখ্য পরিসংখ্যানে দেখা যায়, এমডিবি এর বিপরীতে বিনিয়োগে শরীয়াহ লঙ্ঘন ০% আর মুশারাকার বিপরীতে যথাক্রমে ২.৩৪% ও ০%।

আরেকটি পরিসংখ্যানে দেখা যায় দেশের শীর্ষস্থানীয় ইসলামী ব্যাংক আইবিবিএল এর মোট ৩২৮ টি শাখার মধ্যে মাত্র ৬টি শাখায় মুশারাকা বিনিয়োগ আছে। শাখাগুলো হলো- বন্দরটিলা, কাওরান বাজার, মতিঝিল, রংপুর, শ্রীনগর ও সুন্দরগঞ্জ শাখা। আর এমডিবি আছে ৫৩ টি শাখায় (IBBL 2017, Interview)।

মুশারাকা পদ্ধতিতে বিনিয়োগের সুবিধা-অসুবিধা

মুশারাকা পদ্ধতিতে বিনিয়োগের বিভিন্ন প্রকার সুবিধার সাথে নানা অসুবিধাও রয়েছে। নিম্নে মুশারাকা বিনিয়োগ পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা বর্ননা করা হলো:

সুবিধা

মুশারাকা পদ্ধতিতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বেশ কিছু সুবিধা রয়েছে। যেমন-

- এ পদ্ধতিতে গ্রাহককে ব্যবসার জন্য নগদ অর্থ প্রদান করা যায়।
- লাভ আনুপাতিক হারে বণ্টিত হওয়ার কারণে এ পদ্ধতিতে ব্যাংক মুরাবাহা পদ্ধতির চেয়ে বেশি লাভ অর্জন করার সুযোগ পায়।
- সকল অংশীদার লোকসান বহন করে বলে বড় ধরনের প্রকল্পে অর্থায়নের ক্ষেত্রে ব্যাংকের ঝুঁকি কম হয়।
- কারবারে সকল অংশীদারের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকায় সবাই তাঁদের সামর্থ্য অনুযায়ী পুঁজি, মেধা ও দক্ষতা কারবারে নিয়োজিত করতে সচেষ্ট হন।
- বহুসংখ্যক অংশীদার মিলে পুঁজি গঠনপূর্বক মুশারাকা কারবার পরিচালনা করেন বলে বড় ধরনের প্রকল্পের জন্য পুঁজি গঠন এ পদ্ধতিতেই সম্ভব। এ পদ্ধতিতে শেয়ার মার্কেটের মাধ্যমেও পুঁজি গঠন করা যায়।

অসুবিধা

মুশারাকা পদ্ধতিতে বিনিয়োগে সুবিধার পাশাপাশি কিছু অসুবিধাও রয়েছে। যেমন-

- কারবার সমাপ্তির পর চূড়ান্তভাবে লাভ-লোকসান নির্ণয়ের পর তা অংশীদারদের মধ্যে বণ্টিত হয় বলে কারবারের যাবতীয় হিসাব-নিকাশ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লিপিবদ্ধ রাখতে হয়। এ কারণে গ্রাহকগণ অনেক সময় বিব্রত হন।

- এ পদ্ধতিতে কোন অংশীদার মুরাবাহা পদ্ধতির মতো পূর্বে থেকেই কোন নিশ্চিত লাভের আশা করে সে অনুযায়ী ব্যয়ের পরিকল্পনা করতে পারেন না।
- ব্যাংকে এ পদ্ধতি অনুশীলনের ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা হচ্ছে সৎ অংশীদারের অভাব। কেননা, অংশীদার সৎ না হলে লাভ-লোকসানের প্রকৃত অবস্থাকে গোপন করে অপর অংশীদারকে ঠকানোর সুযোগ থাকে।
- ভাল গ্রাহকগণ অধিক লাভের সম্ভাবনাময় প্রকল্পে ব্যাংকের সাথে মুশারাকা কারবারে আগ্রহী হন না। কেননা, এতে মুরাবাহা পদ্ধতির তুলনায় ব্যাংককে বেশি লাভ দেয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- একেক ডিলে আয়ের পরিমাণ একেক রকম হওয়ায় বিনিয়োগের বিপরীতে সর্বজনীন কোন হার নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না। এ ছাড়া বিভিন্ন ব্যবসায়ে লাভের সম্ভাবনায় ভিন্নতা থাকায় সর্বজনীন (Uniform) কোন অনুপাত নির্ধারণ করা জটিল। ফলে ব্যাংকের মত বৃহৎ কোন প্রতিষ্ঠানে মুশারাকা পদ্ধতি অনুশীলন বেশ দুরূহ।
- ডিলভিত্তিক মুশারাকার ক্ষেত্রে সমস্যা হলো অনেক সময় একটি ডিলের বিপরীতে ক্রয়কৃত পণ্যের পুরোটাই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিক্রি করা সম্ভব হয় না। এছাড়া এসব পণ্যের অনেক অংশ বাকিতেও বিক্রি করা হয়। অবশিষ্ট পণ্য এবং পাওনা বকেয়া থাকাবস্থায় সংশ্লিষ্ট মুশারাকা ডিলের হিসাব চূড়ান্তকরণ বেশ জটিল (Huda & Doha-122-123)।

মুশারাকা বিনিয়োগ বিষয়ে কতিপয় সুপারিশ

১. ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পর্যালোচনায় দেখা গেছে, মুশারাকা বিনিয়োগে শরীয়াহ লঙ্ঘনের পরিমাণ তুলনামূলক কম। সে কারণে এ পদ্ধতির প্রতি বেশি মনযোগী হওয়া;

২. এক্ষেত্রে যেহেতু ব্যাংকের মুনাফা বেশি অর্জনের সুযোগ থাকে, সে কারণে মুশারাকাকে বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়ে বিনিয়োগ বাড়ানোর সুযোগ তৈরি করা;

৩. সৎ ও নীতিবান গ্রাহক নির্বাচন করে তাকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় নার্সিং করে বেশি বেশি মুশারাকা বিনিয়োগে অভ্যস্ত করলে সামগ্রিকভাবে অধিকতর জাতিগত কল্যাণ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে;

৪. অধিকতর সততা ও স্বচ্ছতার সাথে বিনিয়োগ গ্রাহক যাতে মুশারাকা বিনিয়োগে আকৃষ্ঠ হয় সে জন্য বিনিয়োগ পরিশোধের/পারফরমেন্সের ভিত্তিতে সাবসিডি/প্রণোদনা দেয়া যায় কিনা সে বিষয়ে নীতিমালা তৈরি করা;

৫. ব্যাংকগুলোতে মুশারাকা বিনিয়োগের বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে তা যথাযথ তদারকি করা;

৬. মুশারাকা বিনিয়োগের প্রতি গ্রাহকদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য এ সংক্রান্ত ছোট ছোট পুস্তিকা/লিফলেট প্রকাশ করে এর গুরুত্ব তুলে ধরা;

৭. দেশীয় আইনী অবকাঠামোয় মুশারাকা বিনিয়োগ গ্রাহকদের বিশেষ রেয়াত/ছাড়ের ব্যবস্থা করা। যেমন-ট্যাক্স, ভ্যাট ইত্যাদি তুলনামূলক কম আরোপ করা;

৮. মুশারাকা/এমডিবি বিনিয়োগে বন্ডেড ওয়ার হাউজ ফ্যাসিলিটির ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ প্রদান; যেমন- জাহাজ/ বিমান/ ট্রেন/ ট্রাক ভাড়ায় বিশেষ রেয়াত প্রদান

৯. ইন্সুরেন্সের প্রিমিয়ামে বিশেষ ছাড় দেয়া;

১০. শাখা/জোনভিত্তিক মুশারাকা বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে মুশারাকা বিনিয়োগের পরিধি বর্ধিত করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

১১. সর্বোপরি ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়/জাতীয়ভাবে এসব বিনিয়োগ গ্রাহকদের জন্য বিশেষ ট্রফি/এওয়ার্ড প্রদানের ব্যবস্থা করা, যাতে তারা এ জাতীয় বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করে।

উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনার পরিসমাপ্তিতে বলা যায়, মুশারাকা একটি শরীআহসম্মত কারবার পদ্ধতি, যা ইসলাম আগমণের পূর্বেও প্রচলিত ছিল। ইসলাম ন্যায়সঙ্গত বিধি-নিষেধ আরোপের মাধ্যমে এ পদ্ধতিটির বিকাশ ঘটিয়েছে। কুরআন, সুন্নাহ, আলিমগণের ঐকমত্য ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণের ভিত্তিতে এটি বৈধ। ইসলামী আইন বিশারদ ফকীহগণ এ পদ্ধতির ছোট-বড় সব দিকেরই বিশ্লেষণ করেছেন। ফিকহের কিতাবের ব্যবসা-বাণিজ্য অধ্যায়ে এ বিষয়ে স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদ পাওয়া যায়। ইসলামী অর্থব্যবস্থা বিশেষত ইসলামী ব্যাংকিং এর উদ্ভব ও বিকাশের ফলে মুশারাকা কেন্দ্রীক নতুন নতুন বিভিন্ন প্রডাক্ট ও চুক্তির উদ্ভব হয়েছে। তথাপি ফকীহগণের বর্ণিত মুশারাকার বিভিন্ন প্রকার থেকে শুধুমাত্র শিরকাতুল ইনানের প্রয়োগ সম্ভব হয়েছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং-এ মুশারাকার প্রয়োগ করা হয়। তবে মূল বিনিয়োগের তুলনায় তা খুবই নগন্য। এ পদ্ধতির প্রয়োগে শরী'আহ লংঘনের ঝুঁকি খুবই কম হওয়া সত্ত্বেও গ্রাহকদের আগ্রহ কম থাকায় এর যথাযথ প্রচলন সম্ভব হচ্ছে না। অতএব, এ পদ্ধতি আরও জনপ্রিয় ও আর্থিক দিক থেকে গ্রাহক বান্ধব করার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন।

BIBLIOGRAPHY

Al-Qurān Al-Karīm

AAOIFI, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. 2008. *Shariah Standards*. Manama: AAOIFI.

Abū Dāwūd, Sulaimān Ibn al-Ash'ath al-Azdī al-Sijjistanī. 2010. *Al-Sunan*. Jeddah:

Ahmad, Imam Ahmad Ibn Hanbal. 1999. *Musnad Imam Ahmad*. Annotated by: Shu'aīb al-arn'ūt et. all. Beirut: Muassasatu al-Risālah.

Al-Beltajī, Muhammad.2005. "Nahwū Binā' Namūdaj Muhāsibī li taqwīm wasāyil al-istismār fī al-bunūk al-Islāmiyyah", Dubai: *Islamic Banking Seminar* 29 Rajab-1 Sha'ban 1426/ 3-5 December 2005.

Al-Fayyūmī, Ahmad Ibn Muhammad. ND. Al-Misbāh al-Munīr Fī Gharīb al-Sharh al-Kabīr. Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah.

Al-Hattāb, Muhammad Ibn Muhammad. 1995. Mawāhib al-Jalīl Lisharh Mukhtasar al-Khalīl. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Haytī, 'Abdur Razzāq Rahīm Jaddī. 1998. *Al-Masārif al-Islāmiyyah bayna al-Najriyyah wa al-Tatbīq.*Amman: Dār Usamah.

Al-Kāsānī, Abū Bakr Ibn Muhammad. 2000. *Badāyi' al-Snāyi'*. Beirut: Muassasat al-Ma'ārif.

Al-Khayyāt, 'Abdul 'Azīz 'Izzat. 1994. Al-Shirkāt Fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah wa al-Qānūn al-wad'iī. 4th ed. Beirut: Muassasat al-Risalāh.

Al-Margīnānī, Burhān al-Dīn. 1416H. *Al-Hidāyah*. Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī.

Al-Māwardī, Abū al-Hasan ‘Alī Ibn Muhammad. 1994. Al-Hāwī al-Kabīr. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Qūnūwī, Qāsim Ibn ‘Abdullah Ibn Amīr ‘Alī. 1406H. Anīs al-Fuqahā’ Fī Ta‘rifāt al-alfāj al-mutadāwalah bayna al-Fuqahā’. Jeddah: Dār al-Wafā’.

Al-Qurtubī, Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abī Bakr. 1372H. Al-Jāmi‘ Liahkām al-Qurān. Annotated by: Hamdī ‘Abd al-Majīd. Cairo: Dār al-Shu‘ab.

Al-Ramlī, Muhammad Ibn Ahmad Ibn Hamzah. 1993. Nihāyat al-Muhtāj Ilā Sharh al-Minhāj Fī al-Fiqh ‘Alā Madhab al-Imām al-Shāfi‘ī. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Sarakhsī, Muhammad Ibn Ahmad. 2013. Al-Mabsūt. Beirut: Dār al-Nawādir.

Al-Sharbīnī, Muhammad Ibn Ahmad. 2006. *Mughnī al-Muhtāj*. Cairo: Dār al-Hadīth.

Al-Tirmidī, Abū ‘Isā Muhammad Ibn ‘Isā. ND. *Al-Sunan*. Beirut: Dār Ihyā’ al-Turāth al-‘Arabī.

Fazlur Rahman, Md. 2015. Al-Mu‘jam al-Wāfī. Dhaka: Riyad Prakashani.

Habibur Rahman, A.A.M. 2010. *Islami Banking*. Dhaka: Haque Printers.

Huda, Muhammad Shamsul & Doha, Muhammad Shamsud. 2011. *Islami Banker Biniogh Paddhati: Shariar Nitimala.* Dhaka: Islami Bank Bangladesh Limited.

IBBL, Islami Bank Bangladesh limited. 2016. *Investment Operation Manual.* Dhaka: IBBL

IBBL, Islami Bank Bangladesh limited. 2017. Interview with Shariah Officer, Shariah Secretariat, Head Office, Dhaka, on 15th October.

Ibn al-Humām, Kamāl al-Dīn Muhammad Ibn ‘Abd al-Wāhid. 2003. *Sharh Fath al-Qadīr*. Riyadh: Dār ‘Ālam al-Kutub.

Ibn Manzūr, Muhammad Ibn Mukrim. 1996. *Lisān al-‘Arab.* Beirut: Dār Ihyā’ al-Turāth al-‘Arabī.

Ibn ‘Ābidīn, Muhammad Amīn ibn ‘Umar. 2000. Radd al-Muhtār ‘alá al-Durr al-Mukhtār Sharh Tanwīr al-Absār. Beirut: Dār al-Fikr.

Ibn Qudāmah, Muwaffaq al-Dīn ‘Abd Allāh ibn Ahmad. 1401H. Al-Mughnī. Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Hadīthah.

Ibn Rushd al-Hafīd, Abū al-Walīd Muhammad Ibn Ahmad. 2006. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāwat al-Muqtasid*. Beirut: Muassasat al-Ma‘ārif.

ILRC, Bangladesh Islamic Law Research Centre. 2016. *Islami Bishokosh-4*: *Islamer Bebsay Banijjo Ain-2*. Dhaka: ILRC.

MAIA, Ministry of Awqaf & Islamic Affairs. 1404H. *Al-Mawsūah al-Fiqhiyyah*. Kuwait: MAIA.